খেলা

আজকাল কলকাতা সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

জয়ী মুম্বই সিটি

আইএসএলে রবিবার মুম্বই সিটি এফসি ২–০ ব্যবধানে জয়ী বেঙ্গালুরু এফসি–র বিরুদ্ধে। ম্যাচের দুই অর্ধে জোড়া গোল করেন বিক্রম প্রতাপ সিং। এই জয়ে চারে উঠল মুম্বই।

নতুন প্রতিভার উদয়

আনমোল রত্নে সাইনার ছায়া

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

সতেরো বছরের কন্যার মধ্যে ‘ভবিষ্যতের সাইনা’কে দেখছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন। মালয়েশিয়ায় এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে এক অমূল্য প্রতিভার উত্থানে শোরগোল পড়ে গেছে ভারতের ব্যাডমিন্টন মহলে। আনমোল খার্ব। ছোটবেলায় স্কেটিংয়ে একাধিকবার জাতীয় খেতাব জিতেছিল ফরিদাবাদের মেয়ে। কিন্তু অলিম্পিক স্পোর্ট না হওয়ায় এবং চোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আনমোল সরে এসেছিল স্কেটিং থেকে। ২০১৬ থেকে ব্যাডমিন্টনকে আঁকড়ে ধরে আনমোল। কেটে গিয়েছে প্রায় আট বছর। ইতিহাস তৈরি করা ভারতীয় দলে এখন আনমোলের কদরই আলাদা।

শক্তিশালী চীনের বিরুদ্ধে ফল ছিল ২–২। তুমুল চাপেও স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি আনকোরা আনমোল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ভারতকে তুলে দিয়েছিল পরের রাউন্ডে। সেমিফাইনালেও এক পরিস্থিতি। জাপানের বিরুদ্ধে ফল ২–২। নির্ণায়ক সিঙ্গলসে কোর্টে নেমে আনমোলের ছিল ‘কুছ পরোয়া নেহি’ মনোভাব। তার আগ্রাসী খেলায় ফাইনালের টিকিট পেয়েছিল সিন্ধু ব্রিগেড। আনমোল হারাল বিশ্বের ২৯ নম্বর নাতসুকি নিদারিয়াকে। রবিবার ফাইনালে সেই আনমোলই আবার মুশকিল আসানের ভূমিকায়। পঞ্চম ম্যাচে বিশ্বের ৪৫ নম্বর তারকাকে উড়িয়ে দিয়ে ভারতকে ‘আনমোল’ সোনা দিলেন সপ্তদশী। মা রাজবালা দরাজ গলায় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, ‘আমার মেয়ে হারকে ঘৃণা করে।’

সতীর্থদের অভিনন্দনের জোয়ারে আনমোল। ছবি: এএফপি

অনূর্ধ্ব ১৭ ও ১৯ পর্যায়ে জাতীয় স্তরে ধারাবাহিক সাফল্যের পর গত ডিসেম্বরে গুয়াহাটিতে সিনিয়র ন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ন হয় আনমোল। তার খেলা দেখে ভারতের প্রাক্তন জাতীয় কোচ বিমল কুমারের মনে পড়ছে ফর্মের তুঙ্গে থাকা ভয়ডরহীন, দৃঢ়, সঙ্কল্পবদ্ধ সাইনা নেহালকে। সাহসী আনমোলের খেলা মনে ধরেছে জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদেরও, ‘সাহসটা ওর সহজাত। কিছু ভুলত্রুটি সংশোধন করতে হবে ঠিকই, তবু বলব ওর খেলা অবিশ্বাস্য।’ বাবা দেবেন্দ্র সিং আইনজীবী এবং প্রাক্তন কবাডি প্লেয়ার। তিনি জানালেন, শুরু থেকেই আনমোলের খেলায় রয়েছে সাইনার প্রভাব। আর আনমোল কী বলছে? ‘সাইনাদিদির খেলা আমি অনেকদিন ধরেই ফলো করি। স্ট্রোকের বৈচিত্র শিখেছি ওঁর থেকেই। তবু চেষ্টা করি নিজের মতো খেলতে। ওঁর সঙ্গে তুলনা ভালই লাগে। ডিফেন্সের থেকে আমার আক্রমণ বেশি শক্তিশালী। ফাইনালেও কোনও চাপ ছিল না। বিশ্বাস ছিল ম্যাচ বের করে নিতে পারব।’

এশিয়ার সেরা সিন্ধুরা

● ১ পাতার পর

চোটের জন্য চার মাস কোর্টের বাইরে কাটাতে হয়েছে সিন্ধুকে। গত বছরটা মোটেই ভাল কাটেনি। এই প্রতিযোগিতায় দারুণভাবে ফিরে এলেন। ফাইনালে জিতলেন ২১–১২, ২১–১২ ব্যবধানে। সিন্ধুর জয় ভারতের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। পরের লড়াই ছিল ডাবলসের। ট্রিসা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১–১৬, ১৮–২১, ২১–১৬ ব্যবধানে হারালেন বিশ্বের দশ নম্বর জুটিকে।

২–০–তে এগিয়ে থাকার পর ছন্দপতন। আগেরদিনই জাপানের নাজোমি ওকুহারাকে হারিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন অস্মিতা চালিয়া। কিন্তু এদিন তিনি হেরে গেলেন বুসানান ওবাংরুমফাংয়ের কাছে। ফল ১১–২১, ১৪–২১। হারতে হল ডাবলসেও। সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শ্রুতি মিশ্র ও প্রিয়া কোনজেংবাম হারল ১১–২১, ৯–২১ ফলে।

ফল তখন ২–২। এত দূর উঠে আসার পরেও তীরে এসে তরী ডুববে না তো! টানটান উত্তেজনার শেষ ম্যাচে নেমেছিলেন ১৭ বছরের আনমোল খার্ব। ২১–১৪, ২১–৯ ব্যবধানে হারালেন পর্নপিচা চোইকিয়ংকে। ছেলেদের বিভাগে ভারত দু’বার ব্রোঞ্জ (২০১৬, ২০২০) পেয়েছে। কিন্তু মেয়েদের বিভাগে এই প্রথম পদক। এবং সেটাই সোনা।

জয়ের পর বেশ আপ্লুত ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের নতুন তারকা আনমোল, ‘এশীয় ব্যাডমিন্টনে এক ইতিহাস তৈরি হল। আমি তার শরিক। এটা ভাবতে দারুণ লাগছে। চীন ও জাপানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছিলাম। ফলে, একটা প্রত্যাশা তো ছিলই। শেষ ম্যাচে জেতার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। এখন এই মুহূর্তটাকে প্রাণভরে উপভোগ করতে চাই।’

কিংবদন্তি মাইক প্রোক্টর প্রয়াত

আজকালের প্রতিবেদন

প্রয়াত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মাইক প্রোক্টর। ৭৭ বছর বয়সে রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। প্রাক্তন ক্রিকেটারের স্ত্রী মারিয়ানা জানিয়েছেন, ‘অস্ত্রোপচারের সময় জটিলতা তৈরি হয়, উনি জ্ঞান হারান। তারপর আর জ্ঞান ফেরেনি।’ অসামান্য অলরাউন্ডার ছিলেন নিজের সময়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিতর্কিত জাতিকেন্দ্রিক পৃথকীকরণ প্রথার অবসানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কোচ হন প্রোক্টর। আইসিসি ম্যাচ রেফারি হিসেবে বিতর্কে জড়ান প্রোক্টর। জানা যায়, ডারবানের স্থানীয় এক হাসপাতালে হৃদ্‌জনিত সমস্যা নিয়ে আইসিইউ–তে ভর্তি ছিলেন তিনি।

১৯৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার জাতিকেন্দ্রিক পৃথকীকরণ ব্যবস্থা চালু করলে আইসিসি দক্ষিণ আফ্রিকাকে নির্বাসিত করে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রোক্টরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার। নির্বাসনের আগে পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সাতটি টেস্ট ম্যাচ খেলে ছ’টিতে জিতেছিলেন প্রোক্টর। এবং প্রত্যেকটি দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। কেরিয়ারের প্রথম দিকে ভয়ঙ্কর পেস বোলার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাতটি টেস্টে ৪১ উইকেট ছিল, ৪১.০২ গড়ে। একই সঙ্গে পরবর্তীতে নিজেকে দুরন্ত ব্যাটার হিসেবেও মেলে ধরেছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পরপর ছ’টি ম্যাচে শতরান হাঁকিয়ে ব্যাটিংয়ের বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন। ম্যাচ রেফারি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও বিতর্কেও জড়ান বহুবার। ২০০৬ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ আনা হোক বা ২০০৭–০৮ সালের ভারত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হরভজন সিংকে মাঙ্কি গেটের পর তিন ম্যাচ নির্বাসিত করা— প্রোক্টর রোষের মুখে পড়েন বারবার।

কাউকোয় মুগ্ধ সতীর্থরাও

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

পরপর দুটো গুরুত্বপূর্ণ জয়। স্বাভাবিকভাবেই খুশিতে ডগমগ মোহনবাগান শিবির। তবে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বলছেন, ‘এখনই আমি খুশি হতে পারছি না। যদি আমার দল ফাইনালে ওঠে সেদিন আমি খুশি হব। আর এখনকার ম্যাচগুলো জেতানোই আমার কাজ। তবে ফুটবলাররা পরপর খেলছে। ওদের বিশ্রাম প্রয়োজন। তারপর ওড়িশা ম্যাচ নিয়ে ভাবব।’

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের এই ম্যাচ লেখা থাকবে জনি কাউকোর কামব্যাক হিসেবে। চোট কাটিয়ে প্রথমবার প্রথম একাদশে ফিরেই তিনটি অ্যাসিস্ট। জনি বলছেন, ‘শেষ এক বছর আমার জন্য ভীষণ কঠিন ছিল। তবে মোহনবাগান সমর্থকদের ভালবাসাই আমাকে ফিরে আসার ক্ষমতা জুগিয়েছে। এত বড় চোট আমার জীবনে প্রথম। আমি ভাল ফর্মে ছিলাম। তাই ফিরে আসাটা সহজ ছিল না। বল পায়ে মাঠে ফিরতে পেরে এবং দলকে সাহায্য করতে পেরে দারুণ খুশি।’

আর জনির এই দুরন্ত পারফরমেন্সে খুশি তাঁর সতীর্থরাও। দিমিত্রি পেত্রাতোস বলছেন, ‘জনি অসাধারণ ফুটবলার। ওকে নিয়ে আমার আলাদা করে বলার কিছু নেই। নর্থইস্ট ম্যাচ প্রথম থেকেই আমাদের জন্য কঠিন ছিল। তবে আমরা পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়িনি। আর আমাদের দলে যে কেউ গোল করতে পারে। সেটা একটা ভাল দিক।’

জনির বিশ্বমানের থ্রু থেকে গোল করা সাহালের বিস্ময় যেন এখনও কাটছে না। তিনি বলছেন, ‘জনি এত ভাল ফুটবলার আজকের আগে বুঝতে পারিনি। ওর সঙ্গে আরও ম্যাচ খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।’ মোহনবাগানের এদিনের প্রথম গোলদাতা লিস্টন কোলাসো বলছেন, ‘জনিকে নিয়ে বেশি কথা বলতে নেই। শুধু ওর খেলা উপভোগ করতে হয়।’ অধিনায়ক শুভাশিস বোসের মতে, ‘জনি চলে আসায় বিপক্ষের সঙ্গে তফাত গড়ে দিচ্ছে।’ সব মিলিয়ে জনি মুগ্ধ করেছেন সতীর্থদেরও।

শনিবার ম্যাচের শেষে ছবি তুলতে মাঠে ঢুকে গিয়েছিলেন এক সমর্থক। পুলিশ কর্মীরা তাকে ধরার জন্য তাড়া করায় দেখা গিয়েছিল অধিনায়ক শুভাশিস এসে পুলিশ কর্মীদের বোঝাচ্ছেন, যাতে সেই সমর্থককে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। ম্যাচের পর ক্যাপ্টেন বলছিলেন, ‘আমরা তো সমর্থকদের জন্যই। তাই পুলিশকে অনুরোধ করছিলাম ওকে যাতে বাধা না দেওয়া হয়।’

জয় ঐহিকা, মণিকাদের

আজকালের প্রতিবেদন

বুসানে বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারা অব্যাহত ভারতীয় মহিলা দলের। রবিবার দ্বিতীয় রাউন্ডে তারা ৩–২ হারাল হাঙ্গেরিকে। শুক্রবার চীনের বিরুদ্ধে নিজের দুটি সিঙ্গলসেই হেরেছিলেন মণিকা বাত্রা। এদিন তিনিই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। জিতলেন দুটি সিঙ্গলসেই। মণিকা প্রথম সিঙ্গলসে জেতার পর হেরে যান সৃজা আকুলা। তৃতীয় সিঙ্গলসে ভারতকে আবার এগিয়ে দেন বঙ্গতনয়া ঐহিকা মুখার্জি। তিনি প্রথম গেম হেরেও জয়ী ৩–১ ব্যবধানে। চতুর্থ সিঙ্গলসেও হার সৃজার। যদিও নির্ণায়ক সিঙ্গলসে বাজিমাত মণিকার। পোল্যান্ডের কাছে ১–৩ হেরেছে ভারতের পুরুষ দল।

স্বস্তি ফিরেছে লাল-হলুদে

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

পরপর দু’ম্যাচ হেরে চাপে ছিল ইস্টবেঙ্গল। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ক্লেইটন সিলভার গোলে জয়ে ফেরায় স্বস্তি ফিরেছে লাল–হলুদ শিবিরে। তবে ম্যাচ জিতলেও হালকা মেজাজে থাকার কোনও জায়গা নেই বলে মনে করছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত ও ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ফোকাস তাঁদের। বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের ১৪ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট। সেখানে জামশেদপুরের পয়েন্ট ১৬ ম্যাচে ১৭। তাই পরের ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেলে লিগ টেবিলে ৬ নম্বরে চলে আসবে ইস্টবেঙ্গল। তাই ম্যাচটা নিয়ে এতটাই সিরিয়াস কোচ কুয়াদ্রাত, যে তিনি দল নিয়ে কলকাতা না ফিরে সোমবার সরাসরি জামশেদপুর চলে যাচ্ছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মূলত ফুটবলারদের ক্লান্তি কাটিয়ে তরতাজা করে তুলতে।

রবিবার হায়দরাবাদেই থেকে গেছে দল। হালকা রিকভারি ছাড়া বাকি সময়টা বিশ্রামেই কাটিয়েছেন ফুটবলাররা। কার্ড সমস্যায় মহেশ ও লালচুংনুঙ্গা ছিলেন না হায়দরাবাদ ম্যাচে। জামশেদপুর ম্যাচে তাঁরা দলে ফিরবেন। ফলে দলের শক্তি বাড়বে। সূত্রের খবর, নতুন বিদেশি আলেকজান্ডার প্যানটিচও ম্যাচের আগে ওখানে পৌঁছে যাবেন। এর ফলে কুয়াদ্রাতের হাতে বিকল্প বাড়বে।

হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল চলতি আইএসএলে মাত্র দুটো ম্যাচ জিতেছিল। এটা নিয়ে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কুয়াদ্রাত। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর খুশি তিনি। ম্যাচ শেষে বলেন, ‘হায়দরাবাদ দলটার হারানোর কিছু নেই। তাই ওদের নবীন ফুটবলাররা খোলামেলা মেজাজে লড়াই চালিয়েছে শেষ পর্যন্ত। ক্লেইটনের গোলে জয় এসেছে ঠিকই, কিন্তু আরও গোল পাওয়া উচিত ছিল। একাধিক গোলের সুযোগ এসেছিল। তবে গোল হজম না করে ম্যাচটা শেষ করায় বেশি তৃপ্ত। এই নিয়ে এবারের আইএসএলে ১৪টি ম্যাচের মধ্যে ৬টি ম্যাচে দল গোল খায়নি। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচটা বেশ কঠিন। কারণ ওরা ভাল ছন্দে আছে। পরপর ম্যাচ জিতেছে। ওরা চেষ্টা করবে আমাদের বিরুদ্ধে পয়েন্ট কেড়ে নিয়ে সুপার সিক্সের দৌড়ে এগিয়ে থাকতে।’

জয়ী আর্সেনাল, ড্র রিয়েলের

আজকালের প্রতিবেদন

ইপিএলে বিরাট জয় পেল আর্সেনাল। বার্নলিকে ৫–০ হারাল তারা। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের দখলে রেখেছিল আর্সেনাল। গোলগুলি করেন মার্টিন ওডেগার্ড, বুকায়ো সাকা (২টি), লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও কাই হাভার্ৎজ।

শনিবার ড্র হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম চেলসি ম্যাচ। ফলাফল ১–১। চেলসির হয়ে গোল করেন রাহিম স্টারলিং। পরে সিটির হয়ে সমতা ফেরান রড্রি। নান্টেসকে ২–০ হারিয়ে ফরাসি লিগে জিতেছে পিএসজি। ৬০ মিনিটে প্রথম গোল করেন লুকাস হার্নান্ডেজ। ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান কিলিয়ান এমবাপে।

শনিবার লা লিগায় সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে বার্সিলোনাও। ফলাফল ২–১। দুটি গোলই রবার্ট লেওয়ানডস্কির। ৪৫ মিনিটে প্রথম গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন তিনি। এদিকে রবিবারের ম্যাচে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে আটকে গেল রিয়েল মাদ্রিদ। ফল ১–১। শুরুতেই মাদ্রিদকে এগিয়ে দেন হোসেলু। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান ভায়েকানোর রাউল দে টমাস। একদম শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখেন রিয়েলের দানি কার্ভাহাল।

JM FINANCIAL

জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: U67190MH2007PLC174287
রেজিঃ অফিস: ফ্লোর নং ৭, সেনার্জি, আপ্পাসাহেব মারাঠে মার্গ, প্রভাদেবী, মুম্বই–৪০০০২৫
অনুমোদিত অফিসার : প্রশান্ত মন্ডে, ই মেল: prashant.monde@jmfl.com
ফোন: + ৯১ ২২ ৬২২৪ ১৬৭৬, ওয়েবসাইট: jmfinancialarc.com

দখল বিজ্ঞপ্তি

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী পুনাওয়ালা ফিনকর্প লিমিটেড (পূর্বে ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড নামে পরিচিত) নিম্নের সুরক্ষিত স্বার্থ সহ ঋণগ্রহীতার আর্থিক সম্পদসমূহ সহ তার উপর সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ ৩০.০৬.২০২২ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট (এখানে পরে অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট হিসাবে উল্লিখিত) অনুসারে সারফায়েসি অ্যাক্টের সংস্থাধীনে জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড, রিটেল জুন–২০২২–ট্রাস্ট (এখানে পরে **জেএমএফএআরসি** হিসাবে উল্লিখিত) এর টাস্টি হিসাবে ক্রিয়ারত এর উপর ভারার্পন করেছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) (এখানে পরে সারফায়েসি অ্যাক্ট হিসাবে উল্লিখিত) মোতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ (এখানে পরে **উক্ত রুল** হিসাবে উল্লিখিত)–এর রুল ৩ সহ পঠিত **সারফায়েসি অ্যাক্টের** ধারা ১৩(১২) এর অধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **আবদুল করিম** (এখানে পরে **ঋণগ্রহীতা** হিসাবে উল্লিখিত) এবং **আলেয়া বেগম** (এখানে পরে **সহ–ঋণগ্রহীতা** হিসাবে উল্লিখিত)–এর প্রতি **২৭.১০.২০২৩** তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক **২৭.১০.২০২৩ অনুসারে ₹২০,৪৩,৩৫৬/– (কুড়ি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো ছাপান্ন টাকা মাত্র)** সহ পরিশোধ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচসমূহ, মাশুলসমূহ, চার্জসমূহ ইত্যাদি সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ (৪) ধারাধীনে জেএমএফএআরসির অনুমোদিত অফিসার হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে নীচের সূচিতে বর্ণিত সম্পত্তির (এখানে পরে **উক্ত সম্পত্তি** হিসাবে উল্লিখিত)–এর দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন অর্থাঙ্ক **২৭.১০.২০২৩ অনুসারে ₹২০,৪৩,৩৫৬/– (কুড়ি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো ছাপান্ন টাকা মাত্র)** সহ ২৭.১০.২০২৩ থেকে পরিশোধ পর্যন্ত তার উপর সুদ সহ মাশুল এবং অন্যান্য চার্জসমূহ সমেত জেএমএফএআরসি–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

এর পাশাপাশি সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার সংস্থান মোতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে জামিনযুক্ত সম্পত্তি যথা উক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	সূচি–উক্ত সম্পত্তির বিবরণ
HL/0068/H/14/000015 এবং HL/0068/H/13/000003	জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা রামপুরহাট, জে এল নং ৭৭, খতিয়ান নং ২৮৫, এল আর খতিয়ান নং ২৮৫, এল আর খতিয়ান নং ৯৪৪২, ৯৯২৮, ৯৯৪৫, আর এস প্লট নং ১৭৯৭, এল আর প্লট নং ৩২৪২, এরিয়া প্রায় ৫ শতক, থানা রামপুরহাট, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস রামপুরহাটের অধীন, জেলা বীরভূম, পিন ৭৩১২২৪।

স্বা/–
অনুমোদিত অফিসার
জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
রিটেল জুন–২০২২–ট্রাস্ট–এর ট্রাস্টি হিসাবে ক্রিয়ারত

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ: ১৯.০২.২০২৪

JM FINANCIAL

জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: U67190MH2007PLC174287
রেজিঃ অফিস: ফ্লোর নং ৭, সেনার্জি, আপ্পাসাহেব মারাঠে মার্গ, প্রভাদেবী, মুম্বই–৪০০০২৫
অনুমোদিত অফিসার : প্রশান্ত মন্ডে, ই মেল: prashant.monde@jmfl.com
ফোন: + ৯১ ২২ ৬২২৪ ১৬৭৬, ওয়েবসাইট: jmfinancialarc.com

দখল বিজ্ঞপ্তি

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী পুনাওয়ালা ফিনকর্প লিমিটেড (পূর্বে ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড নামে পরিচিত) নিম্নের সুরক্ষিত স্বার্থ সহ ঋণগ্রহীতার আর্থিক সম্পদসমূহ সহ তার উপর সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ ২৮.০২.২০২৩ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট (এখানে পরে অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট হিসাবে উল্লিখিত) অনুসারে সারফায়েসি অ্যাক্টের সংস্থাধীনে জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড, রিটেল জুন–২০২২–ট্রাস্ট (এখানে পরে **জেএমএফএআরসি** হিসাবে উল্লিখিত) এর টাস্টি হিসাবে ক্রিয়ারত এর উপর ভারার্পন করেছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) (এখানে পরে **সারফায়েসি অ্যাক্ট** হিসাবে উল্লিখিত) মোতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ (এখানে পরে উক্ত রুল হিসাবে উল্লিখিত)–এর রুল ৩ সহ পঠিত সারফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩(১২) এর অধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **অরবিন্দ হাজরা** (এখানে পরে **ঋণগ্রহীতা** হিসাবে উল্লিখিত), **ছাঁপা রানি হাজরা এবং অমলেন্দু হাজরা** (এখানে পরে **সহ–ঋণগ্রহীতা** হিসাবে উল্লিখিত)–এর প্রতি **০৬.১১.২০২৩** তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক **০৬.১১.২০২৩ অনুসারে ₹১৬,৮৯,৮২৩/– (ষোল লক্ষ উনননব্বই হাজার আটশো তেইশ টাকা মাত্র)** সহ পরিশোধ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচসমূহ, মাশুলসমূহ, চার্জসমূহ ইত্যাদি সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ (৪) ধারাধীনে জেএমএফএআরসির অনুমোদিত অফিসার হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে নীচের সূচিতে বর্ণিত সম্পত্তির (এখানে পরে **উক্ত সম্পত্তি** হিসাবে উল্লিখিত)–এর দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন অর্থাঙ্ক **০৬.১১.২০২৩ অনুসারে ₹১৬,৮৯,৮২৩/– (ষোল লক্ষ উননব্বই হাজার আটশো তেইশ টাকা মাত্র)** সহ ০৬.১১.২০২৩ থেকে পরিশোধ পর্যন্ত তার উপর সুদ সহ মাশুল এবং অন্যান্য চার্জসমূহ সমেত জেএমএফএআরসি–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

এর পাশাপাশি সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার সংস্থান মোতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে জামিনযুক্ত সম্পত্তি যথা উক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)–এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	সূচি–উক্ত সম্পত্তির বিবরণ
HL/0014/H/14/000004	জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা নিগান, জে এল নং ১১৭, আর এস খতিয়ান নং ৫২১ কৃ, ৩১০৯, এল আর খতিয়ান নং ৪২৯১, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৪৫৭৪, এরিয়া প্রায় ১০ ডেসিমেল, থানা মঙ্গলকোট, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস মঙ্গলকোট, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪৩।

স্বা/–
অনুমোদিত অফিসার
জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
রিটেল জুন–২০২২–ট্রাস্ট–এর ট্রাস্টি হিসাবে ক্রিয়ারত

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ: ১৯.০২.২০২

TATA

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড ঠিকানা: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩ ব্রাঞ্চের ঠিকানা: টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, অবনী সিগনেচার, ৯১/এ/১, পার্ক স্ট্রিট, ব্লক নং ৩০২, ফ্লোর নং ৩, কলকাতা– ৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) সহ পঠিত রুল ৮(৬) এর অধীনে]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং/সহ–ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ প্রতিনিধিগণ (‘ঋণগ্রহীতাগণ’) এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড** (টিসিএইচএফএল) এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা টিসিএইচএফএল এর অনুমোদিত আধিকারিক দখল নিয়েছেন, তা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতাগণের থেকে নীচে লেখা অনাদায়ী বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’ এবং ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘কোনও রিকোর্স ছাড়া’** ভিত্তিতে ০৬.০৩.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিগুলির সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এই বিক্রি স্থগিত রাখা/ বন্ধ করা না–হলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **০৬.০৩.২০২৪ তারিখে দুপুর ২:০০টোয় ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে**। ই–নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ডিমান্ড ড্রাফ্ট সমেত দরপ্রস্তাব খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় সর্বশেষ **০৫.০৩.২০২৪ তারিখে বিকেল ৫:০০টার মধ্যে টিসিএইচএফএল** এর অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে ব্রাঞ্চের এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে: **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড,** অবনী সিগনেচার, ৯১/এ/১, পার্ক স্ট্রিট, ব্লক নং ৩০২, ফ্লোর নং ৩, কলকাতা– ৭০০০১৬।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিক্রি ‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’ এবং ‘যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে আয়োজিত হবে যেগুলির তথ্য এখানে নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য	বায়না জমা	দখলের প্রকৃতি
১	TCHHL0500000100084404 এবং TCHHF0500000100084407	মিঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় মিসেস মধুজা ব্যানার্জি	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর **TCHHL0500000100084404** এর প্রেক্ষিতে **₹২৭,৯৭,৫০৪.০০/–** বকেয়া ও আপনাদের দ্বারা প্রদেয় এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর **TCHHF0500000100084407** এর প্রেক্ষিতে **₹১৯,৮৯,২৯৫.০০/–** বকেয়া ও আপনাদের দ্বারা প্রদেয় অর্থাৎ, সর্বমোট বকেয়া অর্থাঙ্ক **₹৪৭,৮৬,৭৯৯.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশো নিরানব্বই টাকা মাত্র) এবং ০৯.১১.২০২২**	₹ ৩২,৫০,০০০/– (বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	₹ ৩,২৫,০০০/– (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	বাস্তবিক

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা: তফসিল ‘ক’:
(১) নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, ফ্ল্যাট নং ‘বি’, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১৩৪৭ বর্গফুট, ফ্লোর নং ৪, এতে রয়েছে ৩টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট ও ২টি ব্যালকনি, ব্লক ‘সি’, বিল্ডিংটি ‘তারিণী এনক্লেভ’ নামে পরিচিত, আটঘরা লোকনাথ পার্ক, কলকাতা– ৭০০১৫৭, এটি সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা মাপের জমিতে নির্মিত, মৌজা– আটঘরা, জে এল ১০, রেভিনিউ সার্ভে নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, হাল তৌজি নং ১০, আর এস দাগ নং ২০৬ ও ২০৭, সি এস খতিয়ান নং ৮৭ ও ১৬৫, আর এস খতিয়ান নং ৬১, আর এস খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৭০, এল আর খতিয়ান নং ৫৪০/১ ও ৮৫০/১, থানা– রাজারহাট, হোল্ডিং নং আরজিএম ০৬/২৪৩/০৮–০৯ এবং আরজিএম ০৬/২৪৩/০৮–০৯/৫১০, ওয়ার্ড নং ৬, বর্তমানে ৯, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার এলাকাধীন; এবং
(২) নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, একটি কভার্ড গ্যারাজ, প্রথম তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১৭৫ বর্গফুট, ব্লক ‘সি’, বিল্ডিংটি ‘তারিণী এনক্লেভ’ নামে পরিচিত, আটঘরা লোকনাথ পার্ক, কলকাতা– ৭০০১৫৭, এটি সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা মাপের জমিতে নির্মিত, মৌজা– আটঘরা, জে এল ১০, রেভিনিউ সার্ভে নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, হাল তৌজি নং ১০, আর এস দাগ নং ২০৬ ও ২০৭, সি এস খতিয়ান নং ৮৭ ও ১৬৫, আর এস খতিয়ান নং ৬১, আর এস খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৭০, এল আর খতিয়ান নং ৫৪০/১ ও ৮৫০/১, থানা– রাজারহাট, হোল্ডিং নং আরজিএম ০৬/২৪৩/০৮–০৯ এবং আরজিএম ০৬/২৪৩/০৮–০৯/৫১০, ওয়ার্ড নং ৬, বর্তমানে ৯, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার এলাকাধীন।

এই নিলামে অংশ নিতে নিজ নিজ দরপত্র ব্যক্তিগতরূপে জমা দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া সুদ সমেত পুরো অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এর প্রতি শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে। উপরিলিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক, সুদ ও মাসুল (বিক্রির খরচ ধরে) ‘অনুমোদিত আধিকারিকের’ হাতে তুলে দেওয়া হলে কিংবা উক্ত সুরক্ষিত ঋণ, সুদ ও মাসুলাদি মিটিয়ে দেওয়ার প্রমাণ দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলে এই বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা এই বিক্রি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে জড়িত কোনও আধিকারিক বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হতে চলা এই স্থাবর সম্পত্তির কোনও স্বার্থ অধিগ্রহণ করতে পারবেন না।

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্তাবলি সহ নিম্নলিখিত শর্তাবলি সাপেক্ষ হবে:

দ্রষ্টব্য: এই ই–নিলাম http://bankauctions.in পোর্টালের মাধ্যমে ০৬.০৩.২০২৪ তারিখে দুপুর ২:০০টো থেকে দুপুর ০৩:০০টের মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে আয়োজিত হবে।

শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. এই তফসিলে উল্লিখিত বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুযায়ী দেওয়া হয়েছে, তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কোনওভাবেই জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। বিডের অর্থাঙ্ক বা বিডার সম্পর্কিত কোনও বিতর্ক দেখা দিলে অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে উক্ত লটের সম্পত্তি পুনরায় নিলাম করা হবে। ২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না। ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য হবে **₹১০,০০০/– (দশ হাজার টাকা মাত্র)**। ৪. সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য পেশ করা প্রতিটি বিডের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত বায়না মূল্য (ইএমডি) বাবদ **‘TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.’** এর অনুকূলে কাটা ও ওপরে লেখা ব্রাঞ্চের ঠিকানায় প্রদেয়মতে ডিমান্ড ড্রাফ্ট দিতে হবে। নিলামের পরে অসফল বিডারদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট ফেরত দেওয়া হবে। এনইএফটি/ আরটিজিএস/ আইএমপিএস এর মাধ্যমে ইএমডি প্রদানের জন্য অনুগ্রহপূর্বক অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ৫. সর্বাধিক বিডারকে সম্পত্তির ক্রেতা ঘোষণা করা হবে এই শর্তসাপেক্ষে যে তিনি বিড করার জন্য আইনত যোগ্য এবং পাশাপাশি নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা তাঁর তরফে পেশ করা বিডমূল্য কম নয়। প্রস্তাবিত বিক্রয়মূল্য স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত মনে হলে এবং এটি গ্রহণ করা অপরামর্শসিদ্ধ হলে সর্বাধিক দরপ্রস্তাব বাতিলের অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। ৬. নথিভুক্ত কোনও কারণে অনুমোদিত আধিকারিক এই বিক্রি স্থগিত/ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। ৭. আগাম যোগাযোগের পরে **২৩.০২.২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টার মধ্যে** সম্পত্তি পরিদর্শন করা যাবে। ৮. কোনও ব্যক্তিকে সফল ক্রেতা ঘোষণার তিনি সঙ্গে সঙ্গে বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে ক্রয়মূল্যের পঁচিশ শতাংশ অর্থমূল্য জমা দেবেন এবং এরূপে অর্থ প্রদানে তিনি ব্যর্থ হলে সম্পত্তি পুনরায় নিলামের/ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ৯. উপরোক্তমতো প্রাথমিক অর্থাঙ্ক জমা দেওয়া হলে, ক্রয়মূল্যের বাকি অর্থাঙ্ক সফল ক্রেতা সম্পত্তির বিক্রি নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫তম দিনের মধ্যে (বিক্রির তারিখ বাদ দিয়ে এবং উক্ত ১৫তম দিনটি রবিবার বা কোনও ছুটির দিন হলে ১৫তম দিনের পরবর্তী অফিস চলার দিনে) অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন। ১০. ওপরে লেখা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থমূল্য প্রদানে ব্যর্থ হলে নতুন বিক্রির ঘোষণাপত্র জারির পরে/ ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে এবং খেলাপকারী ক্রেতা দ্বারা সেই তারিখ অবধি জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড** দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং খেলাপকারী ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি বা পরবর্তীতে যে অর্থমূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তিটি বিক্রি হবে, তার ওপর সমস্ত দাবি হারাবেন। **১১. টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড** অবগত আছে, উক্ত সম্পত্তির ওপর এমন কোনও দায়ের বিশদ তথ্য: ওপরের টেবিলে উল্লেখ মতো। সম্পত্তির দাবি, যদি থাকে, এবং অন্য কোনও জানা বিবরণ এবং মূল্য: উপরোর টেবিলে উল্লেখ মতো। আগ্রহী বিডারদের প্রতি এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা বিধিবদ্ধ বকেয়া, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির মতো সম্পত্তির ওপর বিধিবদ্ধ দায়গুলি সম্পর্কে নিজেরা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নেন। **১২. ই–নিলাম সম্পর্কিত বিশদ তথ্য, সহায়তা, পদ্ধতি এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য সম্ভাব্য বিডাররা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: মেসার্স ৪ক্লোজার, ব্লক নং ৬০৫এ, ৭ম তল, মৈত্রিভনম কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, অমৃতপেট, হায়দরাবাদ–৫০০০৩৮ ইহার সহযোগীর মাধ্যমে শ্রী অরিজিৎ কুমার দাস, ৮১৪২০০০৭২৫, ৮১৪২০০০০৬৬, ৮১৪২০০০০৬২, ই মেল: arijit@bankauctions.in এবং ইমেল: info@bankauctions.in বা মণীশ বনসাল, ই–মেল আইডি: Manish.Bansal@tatacapital.com, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নম্বর: ৮৫৮৮৯৮৩৬৯৬। অনুগ্রহ করে আপনাদের প্রশ্ন পাঠাবেন এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে: ৯৯৯৯০৭৮৬৬৯।** ১৩. ঘোষিত সর্বাধিক বিডমূল্যের ওপর সর্বাধিক বিডারকে ১% হারে টিডিএস আদায় দিতে হবে। এই অর্থাঙ্ক সর্বাধিক বিডারকে স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা(গণ) এর প্যান উল্লেখ করে জমা দিতে হবে এবং চালানের প্রতিলিপি আমাদের কোম্পানিতে পেশ করতে হবে। ১৪. উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট http://surl.li/qnbaj দেখুন। ১৫. এর পাশাপাশি অনুগ্রহপূর্বক এই লিঙ্কটিও দেখুন: **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html.**

অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন: এই সম্পত্তি বিক্রি/নিলামের জন্য উপরিলিখিত নিলামকারী অংশীদার ছাড়া অন্য কোনও ব্রোকার/এজেন্টকে টিসিএইচএফএল এর তরফে নিয়োগ করা হয়নি। এই বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্ন ও ব্যাখ্যার জন্য আগ্রহী পক্ষগণ কেবলমাত্র নিম্নস্বাক্ষরকারী বা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৯.০২.২০২৪

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড